



DU in Media

৩০ ভাদ্র ১৪৩২

14 September 2025

যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ডাকসুর নির্বাচনি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত

যুগান্তর প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে শিথিল সমর্থিত 'এক্যাকশন শিক্ষার্থী জোট' প্যানেলের অধিকাংশ প্রার্থীই বিজয়ী হয়েছেন। তবে যারা বিজয়ী হতে পারেননি তারাও খুশি। এ নির্বাচনের স্বচ্ছতা, বিশেষ করে ভোট গণনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দাবি, ভোটগ্রহণ ও গণনা প্রক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর ও বহুমাত্রিক যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন। এছাড়া ওএমআর মেশিন ব্যবহার, স্বাধীনভাবে তৈরি সফটওয়্যার, এন্ডপার্ট টিমের তদারকি, ভিডিও ধারণ-সব মিলিয়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত। শনিবার ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের বরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে—ভোটাররা ডাকসু নির্বাচনে পাঁচটি পৃথক ব্যালট পেপার এবং প্রতিটি হল একটি করে ব্যালট ব্যবহার করেছেন। ভোটারদের নির্বাচিত প্রার্থীর নম্বরসংবলিত ব্যালট ক্রসডিক দিয়ে ভোট প্রদান করতে হয়েছে। ব্যালট ক্যানিং প্রক্রিয়ার জন্য একটি ভেন্টর নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার ভেন্টর মোট ১৪টি ওএমআর মেশিন সরবরাহ করে। ভোট গণনার দুই ধরনের ওএমআর মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে—প্রতি ঘণ্টায় ৪,০০০ ব্যালট এবং ৬,০০০ ব্যালট প্রক্রিয়াকরণে সক্ষম। ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে এসব মেশিন ব্যবহার করে ব্যালট স্ক্যান ও ইলেকট্রনিক রেকর্ড তৈরি করা হয়। কিছু বেদের উচ্চ ক্ষমতার মেশিন ব্যবহার করা হয় এবং অন্যত্র সমান্তরালে দুটি মেশিন ব্যবহার করে ক্যানিং সম্পন্ন করা হয়।

ভোট গণনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে, ভোট গণনা প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। সেগুলো হলো—ব্যালট পেপার ওএমআর মেশিনের মাধ্যমে স্ক্যান করে ইলেকট্রনিক রেকর্ড, প্রতিটি প্রার্থীর ভোট গণনা এবং প্রক্রিয়ার অডিটিং ও রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ার তদারকি করেন আটজন ফ্যাকাল্টি সদস্য (সিএসই বিভাগের চারজন এবং আইআইটির চারজন)। তাদের সহায়তায় ছিলেন আইসিটি সেল ও ভর্তি অফিসের আটজন প্রোগ্রামার। এই সম্মিলিত 'এন্ডপার্ট টিম' পুরো প্রক্রিয়ার নির্ভুলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

স্বাধীন প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট : এন্ডপার্ট টিমের প্রোগ্রামাররা পিএইচপি ও মাইএসকিউএল ব্যবহার

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

ডাকসুর নির্বাচনি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে ভোট গণনার প্রোগ্রাম তৈরি করেন। ফ্যাকাল্টি সদস্যরা স্বাধীনভাবে পাইথনে দ্বিতীয় প্রোগ্রাম তৈরি করেন। ভেন্টর সংস্থা ভিজুয়াল ফর প্রোতে তৃতীয় একটি প্রোগ্রাম সরবরাহ করে।

গ্লোভম কেস দিয়ে পরীক্ষা : এক্ষেত্রে ফ্যাকাল্টি সদস্যরা পাঁচটি ডাকসু ব্যালট ও ১৮টি হল নির্বাচনের ব্যালটেই জন্য গ্লোভম টেস্ট কেস তৈরি করেন, যা ক্যানিং (ধাপ এ) ও গণনা (ধাপ বি) উভয় প্রক্রিয়ায় যাচাই নিশ্চিত করে। তিনটি স্বাধীন প্রোগ্রাম এই টেস্ট কেস দিয়ে ক্রস-পরীক্ষা করা হয় এবং অফিস আইউপট পাওয়া যায়। এতে নিশ্চিত হয় যে, বৈধ ইলেকট্রনিক রেকর্ড তৈরি হলে ভোট গণনা তিনটি পৃথক সিস্টেমের মাধ্যমে যাচাইযোগ্য।

ড্রাই রান : ভোটের আগের দিন ৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে এন্ডপার্ট টিমের ফ্যাকাল্টি সদস্যরা নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ওএমআর ক্যানিং প্রক্রিয়ার ড্রাই রান সম্পন্ন করেন। ওএমআর মেশিন যাচাই : ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগে ওএমআর মেশিনগুলো সিস্টেমে ভবেই আনা হয়। প্রতিটি মেশিনকে ২৩ ঘণ্টার ব্যালট (৫টি ডাকসু ও ১৮টি হল নির্বাচন) দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এতে নিশ্চিত হয় যে, ভোট গণনা সফর আগে মেশিনগুলো সঠিকভাবে ইলেকট্রনিক রেকর্ড তৈরি করতে সক্ষম।

ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা কার্যক্রম : আটটি এন্ডপার্ট টিম (প্রতিটিতে একজন ফ্যাকাল্টি সদস্য ও একজন প্রোগ্রামার) আটটি হল ভোটকেন্দ্রে পঠানো হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে ভেন্টর প্রতিনিধি এবং ৩-৪ জন মেশিন অপারেটর ক্যানিং ও গণনা প্রক্রিয়ার অংশ নেন। এ প্রক্রিয়ার বিরল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে সব টিম, ভেন্টর

কর্মী ও সরঞ্জাম কেন্দ্রে সেটআপ সম্পন্ন করে; ভোট শেষে ব্যালট বাস্কট সিল করা হয় এবং গণনার শুরুতে কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মোলা হয়; বিএনসিসি ও আইউ স্ক্রেনের মাধ্যমে সফরতায় ব্যালটগুলো স্ক্রিনিং করা হয়; ওএমআর মেশিন দিয়ে স্ক্যান করে ইলেকট্রনিক রেকর্ড তৈরি হয়। নির্ভুলতা নিশ্চিত প্রতিটি স্ট্যাকের প্রথম ব্যালট হাতেপোনা ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়; পোলিং এজেন্ট, কর্মকর্তা ও পর্যবেক্ষকের নির্বাচিত গ্লোভম ব্যালটও যাচাই করা হয়।

এছাড়া ক্যানিং শেষে তিনটি পৃথক সফটওয়্যার (ফ্যাকাল্টি, প্রোগ্রামার, ভেন্টর) দিয়ে ফলাফল গণনা করা হয়। আইউপট ক্রস-ভেরিফাই করেন ফ্যাকাল্টি তদারকায়করা। প্রতিটি হলভিত্তিক সারসংক্ষেপ ফলাফল মূল্য করে কেন্দ্রপ্রধানকে প্রদান করা হয়। ফ্যাকাল্টি টিম কর্মকর্তাকে ডাকসুর সামগ্রিক ফলাফল একত্রিত করতে, পরিস্থান বিশ্লেষণ প্রস্তুত করতে এবং গণনাধ্যক্ষের জিজ্ঞাসার উত্তর নিতে সহায়তা করে। স্বাধীন প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট, ক্রসের প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা, বাস্তব সময় পর্যবেক্ষণ এবং বহুমাত্রিক ক্রস-ভেরিফিকেশন নিশ্চিত করেছে যে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা প্রক্রিয়াটি ছিল স্বচ্ছ, নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত।

ভোটগ্রহণ ও ভোট গণনার সব প্রক্রিয়ার ভিডিও ধারণ : ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ এবং ভোট গণনার প্রতিটি ধাপ ধারাবাহিকভাবে ভিডিও ধারণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

আজকের পত্রিকা

সাক্ষাৎকার দুই ছাত্রনেতা

জাফর ও জাকির ভোটে বড় জয় পেয়েছে ছাত্রশিবির। বিশ্ববিদ্যে কেন্দ্রীয় একটি গণদেও দ্বিতীয়তে পাবেন ছাত্রসদ। এ নিয়ে কথা বলেছেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক **আজিজুর রহমান আজাদ** ও ছাত্রদের সিনিয়র মুখ্য সম্পাদক **মমিনুল ইসলাম হিঙ্গান**। সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে রেজা করিম ও আবদুল্লাহ আল গাদিব।



आविष्कृत सुखान्नं काण्डानि



प्रविभूत ईश्वरः प्रविभूतः

শিক্ষার্থীরা নতুন
ধারার ব্যতিক্রমী
রাজনীতি চায়

অধ্য: অধ্যাপক নিখিলচন্দ্র শিবিকের বিশাল
 ভাষণের বার্তা নীচে বুলে আসে:—
 অসিদ্ধির প্রহমান: পদাশ্রিত বাক্যটির
 ভাবে না বলে সবার হৃদয়শিবিরে সম্মতি
 নিমজ্জিত: অর্থ নিখিলচন্দ্রের এ ব্যাখ্যার
 পর থেকে আমরা বিস্তারিতভাবে প্রত্যাশা
 পালন করছি: শাসিতিক প্রতিষ্ঠানের
 প্রাপ্তির পূর্বে ২ জনের ৬

ঢাবির শিক্ষার্থীরা
এমন সিদ্ধান্ত নেবে
ভাবতেই পারিনি

প্রঃ ডাক্তার নিখিলেন ডায়ালিসিস বিশেষ
করা তীব্র কিণ্ডারি ডায়ালিসিস সমর্থিত
পাশে ফেলের কুখিষ্ট বিস্তার—এই
অসামান্যতর কীভাবে দূর্য্যাস করা যাবে
নমিচুল ইসলামঃ একতরফে শুধু
ডায়ালিসিস করা নয়, আমি মনে করি,
এটা বিধিমানভাবে মতো প্রতিরোধে
এরপর পৃষ্ঠা ২ পলাম ও

শিক্ষার্থীরা নতুন ধারার ব্যতিক্রমী

কেন্দ্র থেকে দেশীয় সাংবাদিকরা মুম্বাইয়ের বিভিন্ন কল্যাণীকর কর্মসূচির পরিচয় পান। এছাড়াও তারা প্রচেষ্টা করেন বিভিন্ন কল্যাণীকর কর্মসূচির পরিচয় পান। এছাড়াও তারা প্রচেষ্টা করেন বিভিন্ন কল্যাণীকর কর্মসূচির পরিচয় পান।

[illegible][illegible][illegible]

চাবির শিক্ষার্থীরা এমন সিদ্ধান্ত নেবে ভাবতেই পারিনি

প্রথম পৃষ্ঠার পর
এই ফলাফল সবার জন্য মুগ্ধকরমূলক।
চাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রই
হবেন, ছেলেমেয়ে বাসলাগেন।

মহিলা: পিতামহ-হাজারাবাদে বিদ্যাবাসে
জন্মগ্রহণ করে।
মহিবুল ইসলাম: অধ্যাপক, ১০ নম্বর
নং হাজারাবাদ হাজারাবাদ-মহিবাসিন
শিক্ষার ক্ষেত্রে। হাজারাবাদে কর্মকাণ্ড
দূরে থাক, হাজারাবাদে হাজারাবাদে
মোহা-মহিবাসিন। এটি একটি কার্যকর
অনুষ্ঠান। হাজারাবাদে বিদ্যাবাসে
আয়োজন করা হয়েছে। সেই নির্বাচনে
অংশগ্রহণের পূর্ণ প্রকৃতি আমন্ত্রণের ছিল।
একজন নির্বাচনে হাজারাবাদে নির্বাচন
সিদ্ধান্তগ্রহণ ছিল। সবচেয়ে ভাল
কারণ, তা হলো নির্বাচনে হাজারাবাদ
কার্যকর।
প্রশ্ন: তবে কি কার্যকর হাজারাবাদে
হাজারাবাদে বিদ্যাবাসে হাজারাবাদে

বিদ্যুৎ ইলেক্স: কারোয়ার ও
অভিযোগ শুধু ছাত্রদের না
হয়। একই অভিযোগ তুলে
খতিয়ে লেগেছে এই অভিযোগ
সহকারী গণ্ডা রাখে। ডাক্তার ও
খেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কা
লেগেছে প্রাণী সিন্ডেট করা হয়েছে
কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও
সাবিজে মনোযোগ নেই।
তত্ত্বাবধি একতরফা এক
মেন্ডেশন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাপ
একশতী নির্দেশনা আরো
করেছে।

মহিউল ইসলাম: যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দেশের জন্য নিয়েছে, যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই দেশের স্বাধিকার ত্রিভাই এগিয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে

শিখাখীরা স্বাধীনতাকামোদানের পক্ষে
আলহান নোবে, «এটা আসলে আমার
কখনো ডিম্বা কলিমি।

প্রায় ত্রিশাবধিমান হৈল সবার
শিখরীয়া হোয়ে দিলেন। কাকতী
আলশিষ্ট ন্যাকি উরা এর মধ্য দি
এবার বিপদ কিছু হোয়ে দিলেন
মহিমুল ইসলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে
এটি মনে করি না। যে ওস্তাদ বাবুলী, এ
কি বাবুলী, তারা কিছু একটা সম
একভাবেই করে। এ আমেরের শ
নাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যুব কালো
করবে তারা। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে
ইতিহাসে এক অঙ্গক, আলীয়া হো
১৯৭১ সালে সাক্ষাৎকারে বিল্ডে
কাকতী নেতারা হয়েই বলে জানি না
এমনকি নগরীয়ে লম্বাচের পু
আমোলোমের সময় এক অঙ্গক
হকুমতী হোয়ান।

[illegible]

বিশ্ববিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রেও প্যানেলসমূহ
বীজা নেতা হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে
কিছু এক পরস্পার কোনো কোনো
নিষেধাজ্ঞার ঘটনা কেউ প্রমাণ করে
পারে, আমরা এই দেশ কোনো নি
রাজনীতি করার না।
আজ: জাতিসংঘ নির্বাচনের ফলাফল

মনিমুল ইসলাম: কামরা মন্ত্রী

পাঠ্যক্রম ও ছোটগল্পের জন্য
 কাজটি, স্বতন্ত্রতা লাভই এক
 অভিযাত্রার মতো। যাতে নিজ
 বাসনামতো প্রকৃত পাঠ্যক
 বসে না হয়, তার মতো প্রভাব
 থাকবে। আমাদের শীর্ষ সেরকা
 নির্বাচন এবং অন্য ঘটনাসম
 নির্বাচনের পর্যবেক্ষণ প্রভেদে
 মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নে
 হাইকমান যে সিদ্ধান্ত নেবে, তা
 সেই সিদ্ধান্তের জন্য প্রকৃত
 সত্য: জাতিসংঘ ও জাতিসংঘ
 সনদের আশঙ্কায় ও প্রকৃত
 বিশ্বাসিতার হাতে সবসম
 লাভ। তাই এই নির্বাচন
 জাতিসংঘ এবং অন্য

হাভসিগিৰ মেসারী এ বহু উন্নত
গ্ৰামী শিল্পী।
মহিন্দু ইসলাম: শিৱিৰেৰ অধ্যাপক
ক্ৰিয় ইয়াৰে নিজে বহি, হাজৰীপাৰ
পলীৰ আৱাসে যেনে সেই যি ক্ৰিয়
ইন্দোৰৰ হ'ল, এৰ বেয়া হাৰশাৰণক
হাজৰীপাৰক, হাজৰীপাৰ ক্ৰিয় হ'লে পাৰে
না। তাৰা হ'লে বোকাৰে, হাজৰীপাৰ
সময় বেজেনে, বোকাৰ শব্দে ক্ৰিয়
নিৰ্ভৰে। তাৰা বীজৰে ক্ৰিয় ইন্দোৰ
হ'ল।
হাজৰীপাৰ হাজৰীপাৰ নিজে আমাৰ
হাজৰীপাৰ—আমাৰ চাৰি অৰা, নিৰ্ভৰে

৬. সূর্য্য নিৰ্বাচন হোক। কেদে
কাৰসাজি, কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং যেন ন
হয়।
আজকের পত্রিকা: সন্ধ্যা লেখার জন
আগুনবোত ইলহাম।
মহিমুল ইসলাম: আজকের
পত্রিকাসেও বন্দোবাস।

জাকসু নেতাদের
ডাকসর আফগান

[illegible]



DU in Media

14 September 2025

৩০ ভাদ্র ১৪৩২

ইভেফাক



বিজয়ী হিসেবে নাম ঘোষণার পর স্ত্রী উম্মে
ছালমার হাত তুলে ধরেন রায়হান উদ্দীন।
বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম আলো

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ডাকসুতে, সেবা দেওয়াই লক্ষ্য

প্রতিবেদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এক দম্পতি। ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী রায়হান উদ্দীন ও তাঁর স্ত্রী উম্মে ছালমা—দুজনেই এবার নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

ডাকসু নির্বাচনে রায়হান হয়েছেন কার্যনির্বাহী সদস্য, আর ছালমা নির্বাচিত হয়েছেন কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক। দুজনেই ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই উম্মে ছালমার সঙ্গে রায়হানের পরিচয় হয়। পরিচয় হওয়ার কিছুদিন পরেই ২০২২ সালে দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে হয় তাঁদের।

বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের শুরু থেকেই রায়হান স্যার এ এফ রহমান হল ডিবেটিং ক্লাবের সদস্য হন। পরে হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং ক্লাব সোসাইটিরও সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি শিবিরের সক্রিয় সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

অন্যদিকে উম্মে ছালমা রাজনীতিতে সক্রিয় হন বিয়ের পর থেকে। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ছালমা স্কাউট এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রায়হান উদ্দীন বলেন, তাঁর লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন। এ জন্য কিছু পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। ছালমার বরাত দিয়ে রায়হান উদ্দীন জানান, ছালমা মূলত নারী শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করতে চান।



৩০ ভদ্র ১৪৩২

DU in Media

14 September 2025

The Daily Observer

Glorious history of DUCSU

SANJIDA NOURIN JHINUK

In the corridors of Dhaka University where generations of students have dreamed, debated and struggled, a power has always shaped the nation's destiny: the Dhaka University Central Students' Union or DUCSU. Born from the vision of its founders and inspired by the student movements at Aligarh Muslim University, DUCSU was created not merely as a council of students but as a miniature parliament, a platform where youth could confront ideas and challenge authority for reform.

Its story begins in the early 1920s, when Sir A. F. Rahman initiated student councils in the univer-

Yet, DUCSU's history has always been a mix of glory and shadow. After independence, the early 1970s saw the rise of Islami Chhatra Shibir whose confrontations with Chhatra League and secular student groups turned dormitories into battlefields. Dormitories, once safe havens of learning, became arenas for ideological clashes, armed control and violent takeovers. Fear and factional dominance often eclipsed democratic debate leaving students trapped between political allegiance and personal safety.

The 1990s and 2000s added a darker layer to DUCSU's narrative. Following the fall of General Ershad,

ability of reclaiming DUCSU for ordinary students, let the promise was fragile. Allegations of vote-rigging, boycotts by opposition groups and repeated attacks on Nur and his supporters underscored how deeply trust in campus democracy had eroded over decades of political manipulation and violence.

Then came the dramatic turn of 2025. For the first time in decades, Islami Chhatra Shibir openly contested as Shibir through the "Otkyaboddha Shikkharhi Jote" (United Students' Alliance). Their candidates swept the key posts including vice president and general secretary, securing a dominant presence among member seats as well.

This resurgence was not merely electoral; it marked a political turning point. The younger generation of students disillusioned with old party-dominated politics, cast their votes for alternatives. The elections signaled that the name Shibir could again operate openly signaling a shift in the national student political landscape. With Shibir now at the helm, questions hang in the air like a heavy fog. Can they respect the many voices and ideas that have long shaped campus life? Can DUCSU truly be a space

for all students, where freedoms are protected and women's rights and safety are not sidelined? Or will this concentration of power on campus become a reflection of the tensions in the country, deepening divisions far beyond the university walls? Students who have dreamed of a meaningful, representative union now watch with a mixture of hope and anxiety. Some see a chance for a focused, organized leadership that might finally deliver real change. Others fear the return of old patterns of control, exclusion and the quiet intimidation of dissent.

The next chapter of DUCSU is still unwritten, and its impact will ripple far beyond classrooms and dormitories. Here a generation is watching and waiting to see whose footsteps will leave a mark and whether those steps will illuminate a path of hope or cast long complexity over the future.

The writer is an Undergraduate Student, Department of International Relations, University of Dhaka



sity's three residential halls which are Muslim Hall, Jagannath Hall and Dhaka Hall. These embryonic councils evolved into the Dhaka University Students' Council which after three decades of growth and formalization, took its enduring name- DUCSU in 1933-34.

From its earliest days, DUCSU was intertwined with the fate of the nation. Each hall sent representatives to the council, while teachers and the vice-chancellor supervised ensuring legitimacy and order. By 1945-46, under Vice-Chancellor P. J. Haring, the first president was appointed ex officio with Ahmedul Kabir as vice president and Sudhir Dutta as general secretary. The union became the cradle of leadership producing voices that would steer the nation through the turbulence of the mid-20th century. DUCSU students were at the forefront of the 1952 Language Movement, the 1969 Six-Point Program, the 1969 mass uprising and the 1971 Liberation War. For this reason, the union has often been called the "Second Parliament" of Bangladesh.

In 1990, DUCSU elections were repeatedly announced and canceled. The 1991 election, planned for June, was aborted amid violence; elections in 1994, 1995, 1998 and 2005 never materialized due to opposition from dominant student wings particularly Chhatra League and administrative hesitancy. During this period, the Awami League, wary of Shibir's influence, curtailed its viable activity on campus forcing its networks underground while maintaining strict control over halls and student politics. Students responded with protests, black flag demonstrations, strikes and organized forums but their voices were largely unheard. Hall-level clashes and even deaths such as the killing of Abu Bakar Siddique in 2010 reminded everyone that DUCSU was as much a battlefield as it was a student parliament.

When elections finally returned in March 2019, the outcome brought a flicker of hope. Nurul Haque Nur, representing a general student rights platform, won the vice presidency signaling the possi-